যুগান্তর

তারিখ 14 DEC 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

জাল সনদে শিক্ষকতা

টাস্কফোর্স গঠনের দাবি তুললেন অভিভাবকরা

যুগান্তর রিপোর্ট

টাস্কফোর্স গঠন করে জাল সনদে কর্মরত জালিয়াত শিক্ষকদের ধরার দাবি জানিয়েছেন অভিভাবকরা। বিতর্কিত দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ বৈধতা দেয়ার লক্ষ্যে সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে অভিভাবক ঐক্য ফোরামের পক্ষ থেকে বুধবার এ দাবি তুলে গণমাধ্যমে বিবৃতি পাঠানো হয়। তাতে অনৈতিক আর্থিক সুযোগ-সুবিধা নিয়ে সনদ জালিয়াতদের বাঁচানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশির দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের শিক্ষা বিভাগ থেকে বের করে দিতে প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর নিকটও দাবি জানিয়েছেন তারা।

> বিতর্কিত দারুল ইহসানের সনদের বৈধতা দেয়ার উদ্যোগের প্রতিবাদ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতর (ডিআইএ) কয়েক বছর ধরে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জাল সনদে চাকরি নেয়া সহস াধিক শিক্ষককে চিহ্নিত করেন। পাশাপাশি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সুপারিশও করা হয়। যদিও রহস্যজনক কারণে প্রমাণিত ঘটনাও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে মাফ করে দেয়ার অসংখ্য রেকর্ড আছে। এ নিয়ে মন্ত্রণালয়ের ওই শাখা এবং ডিআইএর মধ্যে শীতল সম্পর্ক বিরাজ করছে।

অভিযোগ আছে, বর্তমানে যেসব লাইব্রেরিয়ান বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন, তাদের বেশির ভাগই বিতর্কিত দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সনদ নিয়েছেন। এ ছাড়া বিএড ডিগ্রির জন্য উচ্চতর স্কেল বা সহকারী প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ হতে ইচ্ছুক অনেকে একই কায়দায় দারুলের সনদধারী। ২০০৪ সালের পর দারুল ইহসানের মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। এর রেশ ধরে ২০০৬ সাল থেকে বিবদমান পক্ষগুলো বিভিন্ন আদালতে একের পর এক মামলা দায়ের করে। ওই সময়ে সারা দেশে অননুমোদিত শতাধিক আউটার ক্যাম্পাস খোলা হয়। ওইসব ক্যাম্পাস থেকে মুড়ি-মুরকির মতো সনদ বিক্রি হয়েছে বলে অভিযোগ আছে। ২০০৮ সালে সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ (টিটিসি) থেকে বিএড ডিগ্রি করার ব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) নির্দেশনা থাকলেও সহজে মেলায় অনেকেই দারুল থেকে এই ডিগ্রি নিয়েছেন।

অভিভাবক ফোরামের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মো. জিয়াউল কবির দুলু ও সাধারণ সম্পাদক সেলিমউদ্দিন উল্লিখিত যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, উচ্চ আদালত কর্তৃক বন্ধ ঘোষিত দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ বৈধতা দেয়ার লক্ষ্যে শিক্ষা বিভাগের কিছু অসাধু কর্মকর্তা অপচেষ্টা শুরু করেছেন। এমন খবর পড়ে আমরা অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন, মর্মাহত ও হতাশ। তারা উল্লেখ করেন, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়টি শিক্ষা নিয়ে দুর্নীতি, অনিয়ম ও সনদ বাণিজ্য করেছে বলে প্রমাণিত; একই বিশ্ববিদ্যালয় একই দিনে একাধিক ভিসির স্বাক্ষরে কিংবা ভিসির স্বাক্ষর ছাড়া সনদ ইস্যু করা হয়েছে; এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়টি একই গ্রুপের ইস্যু করা সনদে অভিন্ন তারিখে একাধিক ভিসির স্বাক্ষর আছে মর্মে খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠান ডিআইএ'র তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে— সেখানে একই মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ওইসব সনদ নামক মূল্যহীন কাগজ বৈধতা দেয়ার উদ্যোগে অভিভাবক সমাজ দারুণভাবে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট। এমন উদ্যোগের আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

বিবৃতিতে দাবি করা হয়, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে কর্মরত সব শিক্ষকের একাডেমিক সনদ যেভাবে যাচাইয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, সেভাবে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সনদ যাচাইয়ের নির্দেশ দেয়া হোক। কেননা, চাকরির আড়ালে জাল সনদে জনগণের অর্থ লুটপাট ও যেনতেনভাবে শিক্ষাদানকারী অযোগ্য ব্যক্তিদের শিক্ষকতা পেশা থেকে বের করে দেয়া প্রয়োজন।